Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ ২য় ও পারিবারিক আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান,
সিনিয়র সহকারী **জজ ও জজ,** পারিবারিক আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম।।

মঙ্গলবার the ২৬ day of সেপ্টেম্বর , ২০২৩

পারিবারিক মোকদ্দমা নং ০৮ / ২০২২

মোহাম্মদ ফোরকান — Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

ফাতেমা বেগম সালমা — Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৪/০৩/২০২৩ খ্রিঃ; ২৪/০৫/২০২৩ খ্রিঃ; ১৮/০৭/২০২৩ খ্রিঃ; ২২/০৮/২০২৩ খ্রিঃ ও ১৪/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব মুহাম্মদ শাহজাহান Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব অজিত কুমার দে Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ১৮৯০ সনের গার্ডিয়ান এ্যান্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্টের অধীন নাবালকের অভিভাবক নিযুক্তির প্রার্থনায় আনীত একটি পারিবারিক মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

দরখাস্তকারীর সাথে ১ নং প্রতিপক্ষের বিগত ইং ২৩/১০/২০১৫ ইং তারিখে বিবাহ হয়। সংসার চলাকালে বিগত ২৫/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ২ নং বিবাদী/প্রতিপক্ষ মোহাম্মদ আয়ান (৪ বছর ১১ মাস) এর জন্ম হয়। ১ নং বিবাদী এক

Intellectual Disable রোগে আক্রান্ত হয়। বাদী প্রচুর অর্থ ব্যায়ে চিকিৎসা করানো স্বত্বেও অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। বিগত ১০/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ১ নং বিবাদী সংসার করবে না বলিয়া পিত্রালয়ে চলে গেলে বাদী ১ নং বিবাদীকে তালাক প্রদান করেন। বাদী ১ নং বিবাদীর সমুদয় মোহরনার টাকা পরিশোধ করেন এবং এ বিষয়ে স্থানীয়ভাবে অঙ্গীকারনামা হয়। ১ নং বিবাদী বাদীর ঔরষজাত সন্তান ২ নং বিবাদীকে নিয়ে পিত্রালয়ে অবস্থান করছেন। ১ নং বিবাদী শারিরীকভাবে অসুস্থ থাকায় ২ নং বিবাদীকে দেখাশুনা করার কেউ নেই। তালাকের পর বাদী তার সন্তান কে দেখতে চাইলে ১ নং বিবাদী বাদীর সাথে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে এবং বাদীকে তার সন্তান থেকে দূরে রাখে। ২ নং বিবাদী অযত্নে ও অবহেলায় দিন দিন রোগাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। নাবালক পুত্র পিতার আদর স্নেহ হতে বঞ্চিত থেকে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। বাদী/দরখাস্তকারী তার নাবালক পুত্রকে নিজ হেফাজতে রেখে তার ভবিষ্যাত সমৃদ্ধি করার যথেষ্ট মানসিক ও আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে। এমতবস্থায় বাদী নাবালক পুত্রের উজ্জল ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে তার শরীরের অভিভাবক নিযুক্তির জন্য অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেছেন।

অন্যদিকে, দরখাস্ককারীর মোকদ্দমাকে অস্বীকার পূর্বক ১/২ নং বিবাদী/প্রতিপক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করেন। প্রতিপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

বাদীর সাথে ১ নং বিবাদীর বিবাহের পর সংসার করাবস্থায় ২৫/০৫/২০১৭ ইং তারিখে ২ নং নাবালক বিবাদীর জন্ম হয়। বিবাহের পর থেকে বাদী ১ নং বিবাদীকে কারনে অকারনে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন করত। বাদী এক সময়ে ২য় বিবাহ করবে মর্মে ১ নং বিবাদীকে জানায়। পরবর্তীতে বাদী ১ নং বিবাদীকে তালাক দিয়ে ২য় বিবাহ করেন। বাদী নিরুপায় হয়ে নাবালক পুত্রকে নিয়ে পিত্রালয়ে বসবাস করিতে থাকে। ১ নং বিবাদী তার নাবালক পুত্রকে মাতৃস্নেহে লালন পালন করে আসছেন এবং সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। অত্র মামলার বাদী বিবাদীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ১০০ ধারা মতে মিস ৭০৮/২০২০ মামলা দায়ের করলেও তা খারিজ হয়। যেহেতু বাদী ২য় বিবাহ করেছে সুতরাং তাহার নিকট নাবালক পুত্রের জীবন নিরাপদ নয়। অন্যদিকে ১ নং বিবাদী তাহার সন্তানের সুখের কথা চিন্তা করিয়া ২য় বিবাহ করেননি। যেহেতু নাবালক পুত্র তার মাতার নিকট সুস্থ্য ও স্বাভাবিক রয়েছে এবং নিয়মিত লেখাপড়া করছে সুতরাং নাবালক পুত্র দরখাস্তকারীর চেয়ে ১ নং প্রতিপক্ষের নিকট থাকলে সার্বিক কল্যান হবে। বাদীর নিকট এই নাবালক সন্তানের প্রকৃতপক্ষে কোন কল্যাণ হবে না। দরখাস্তকারী এযাবৎকাল ১ নং প্রতিপক্ষ ও তার নাবালক সন্তানদের কোন খোঁজখবর বা ভরনপোষন প্রদান করেননি। এমতবস্থায় দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমায় আইনত কোন প্রতিকার পাবার হকদার নহেন। উক্ত প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী পক্ষের মোকদ্দমার খারিজাদেশ প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয় সমূহ :

১) দরখাস্তকারী নাবালক পুত্র মোহাম্মদ আয়ান এর শরীরের অভিভাবক নিযুক্ত হবার অধিকারী কি না?

২) দরখাস্তকারীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে পারেন কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

দরখাস্তকারীপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষীকে আদালতে পরীক্ষিত করিয়েছেন। যথা : মোঃ ফোরকান (Pt.W.1)। দরখাস্তকারীপক্ষে দাখিলীয় কাগজাদি প্রদর্শনী-১-৬ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ মোট ০২ (দুই) জন সাক্ষীকে আদালতে পরীক্ষা করিয়েছেন। বিবাদীপক্ষ কোন দালিলিক প্রমাণ দাখিল করেননি। যথা : ফাতেমা বেগম সালমা (Op.W.1) ও নাবালক পুত্র আওছাফ হোসেন আয়ান (Op.W.2)।

দরখাস্তকারী মোঃ ফোরকান (Pt.W.1) ও ১ নং প্রতিপক্ষ ফাতেমা বেগম সালমা (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করে যথাক্রমে আরজি ও লিখিত জবাবের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ : দরখাস্তকারীপক্ষ নাবালক পুত্র মোহাম্মদ আয়ান এর শরীরের অভিভাবক নিযুক্ত হবার অধিকারী কি না ?+ বিচার্য বিষয় নম্বর ২: দরখাস্তকারী পক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে পারেন কি না ?

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উপরিউক্ত বিচার্য বিষয়ত্রয় একত্রে গৃহীত হলো। মূল আলোচনার পূর্বে সাক্ষীগনের বক্তব্য দেখে নেওয়া যাক।

Pt.W.1 মোঃ ফোরকান তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন যে ১ নং বিবাদীর সাথে তার বিবাহের পর ২৫/০৫/২০১৭ ইং তারিখে ২ নং বিবাদীর জন্ম হয়। সংসার চলাবস্থায় ১ নং বিবাদীর বিভিন্ন শারিরীক অসুস্থতা দেখা দেয়। ডাক্তার তাকে মানসিক বিকারগ্রস্থ মর্মে আখ্যায়িত করে। ১০/১১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ১/২ নং বিবাদী ১ নং বিবাদীর পিত্রালয়ে চলে যান। পরবর্তীতে ১৬/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে তিনি ১ নং বিবাদীকে তালাক প্রদান করেন। ১ নং বিবাদী মানসিক রোগী হবার কারনে ২ নং বিবাদী সেখানে অযত্ন ও অবহেলায় পড়ে আছে। তিনি বিগত ২৭/০৪/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ২ নং বিবাদীকে নতুন কাপড় দিতে গেলে ১ নং বিবাদী সব কাপড় বাহিরে ফেলে দেয় এবং নাবালক পুত্র কে আটকে রাখে। ১ নং বিবাদীর এরুপ আচরনের কারনে তিনি ২ নং বিবাদীর হিজানত প্রার্থনা করেন। Pt.W.1 তার জবানবন্দিতে আরো বলেন যে ১ নং বিবাদীর মাতার সাথে ২১/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে চুক্তিপত্র হয়। চুক্তিপত্রে প্রদত্ত শর্তমতে ১ নং বিবাদী চিকিৎসা করে সুস্থ হলে ১ নং বিবাদী পুনরায় তার ঘরে চলে আসবে। তিনি ১ নং বিবাদীকে ১৬/০১/২০২০ ইং তারিখে তালাকের ৭ মাস পরে ২য় বিবাহ করেন।

Pt.W.1 তার জেরাতে বলেন যে, ১ নং বিবাদীর সাথে তার তালাক হয়েছে। তার স্ত্রী মানসিক বিকারগ্রস্থ হয়। ১ নং বিবাদীপক্ষের লোকজন বলেছিল বাচ্ছা হলে ভাল হয়ে যাবে, কিন্তু ভালো হয়নি। বরং অসুস্থ্যতা আরো বেড়েছে। তার সাথে ১ নং বিবাদীর মাতা চুক্তিপত্র করেছেন। সেই থেকে নাবালক পুত্র মাতার সাথে আছে। তিনি বলেন যে ২য় বিয়ে করার পর তার কোন সন্তান হয়নি। অপরদিকে ১ নং বিবাদী আর বিয়ে করেননি। তিনি বলেন যে তার ছেলে এখন মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে।তিনি বলেন যে তার বাচ্ছা এখন গৃহবন্দি অবস্থায় আছে। তিনি ২য় বিয়ে করায় তার নাবালক পুত্র তার কাছে থাকা নিরাপদ নয় মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে তাকে বাচ্ছা দেখতে দেয় না। তার লেখাপড়া ভরনপোষন দায়িত্ব তিনি নিতে চান। পরিশেষে তিনি বলেন যে তার বাচ্ছা সেখানে থাকলে তার কোন আপত্তি নেই তবে তিনি বাচ্ছার লেখাপড়া সহ সকল দায়িত্ব নিতে চান। তিনি বলেন যে তারা তার বিষয়টি কোনভাবেই মেনে নিচ্ছেন না এবং তার বিষয়ে নেতিবাচক ধারনা বাচ্ছাকে দিচ্ছে।

ফাতেমা বেগম সালমা (Op.W.1) তার জবানবন্দিতে বলেন যে তার বাচ্ছার বয়স ৬ বছর হবে। বাদী তাকে তালাক দিয়েছে। বাদী তাকে সহ শিশু সন্তানকে ঘর থেকে বের করে দেয় তখন তিনি সন্তানসহ পিতার বাড়িতে আশ্রয় নেন। তখন বাচ্ছার বয়স ছিল ১ বছর। তখন থেকে বাচ্ছা তার কাছে আছে। তিনি তার দেখাশুনা ও লেখাপড়া করাইতেছেন। তাকে স্থানীয় মাদ্রাসায় দিয়েছেন। তার বাচ্চা তার কাছে ভাল আছে। বিবাদী আরেকটি বিয়ে করেছে। তিনি কোন বিবাহ করেনি। এখন ছেলেই তার সব। বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি "তার বাচ্ছা তার কাছে সুরক্ষিত নয় এবং তিনি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে তারাই তাকে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বানিয়েছেন। আদালত অত্র সাক্ষীর মানসিক অবস্থা পরীক্ষার জন্য কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সাক্ষী সকল প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে জবাব দেয়। ইহাতে সাক্ষীকে মানসিক বিকারগ্রস্থ মনে হয়নি। তিনি জবানবন্দিতে আরো বলেন যে তিনি তার ভাইদের সাথে থাকেন। একজন চাকুরী করে অন্যজন বিদেশ থাকে।

Op.W.1 তার জেরাতে বলেন যে বিগত ২১/০২/১৮ ইং তারিখের চুক্তিনামায় তার পক্ষে তার মায়ের সাক্ষর সঠিক। চুক্তিনামায় তিনি যে অসুস্থ্য তা লেখা আছে মর্মে বলেন। পরে তিনি বলেন যে অসুস্থতার কারনে তার মা তাকে ডাক্তার দেখায়। বাদী চিকিৎসা ক্ষেত্রে কোন সহযোগিতা করেনি। আমার মা সব দিয়েছে। বাদী চিকিৎসা খরচ দিয়েছে মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। চিকিৎসাপত্রে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ লেখা আছে মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। তিনি জেরাতে আরো বলেন যে, চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা ছেলেকে দেখতে পারবে বলেছে। খরচ দিতে বলেছে। কিন্তু তারা কোন খরচ দেয় না। ফোরকানের বাবা দেখতে এসেছিল। কোন খরচ নিয়ে আসেনি। তিনি জামাকাপড় ছুড়ে ফেলেছিলেন মর্মে সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। পরক্ষনেই তিনি বলেন যে তাদের জিজ্ঞাসা করেন ছুড়ে কে ফেলেছিল ? তার ছেলে তার কাছে নিরাপদ নয়, বাদীর কাছে নিরাপদ মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। ছেলেকে মাদ্রাসায় ভর্তি

করাননি মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। উপস্থিত নাবালক পুত্র আদালত কে উদ্দেশ্য করে বলে যে সে ওমরামিয়া শরীয়াতুল দাখিল মাদ্রাসা তে পড়ে। তিনি ছেলের ভরনপোষন চালাতে পারবেন না বিধায় ছেলে বাদীর কাছে থাকা উচিত মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।বাদী ২য় বিবাহ করলেও সে দাদা দাদীর কাছে থাকবে এবং বাদীর সাথে ভালো থাকবে মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে ২ নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর ঔরষজাত এবং ১ নং প্রতিপক্ষের গর্ভজাত পুত্র সন্তান যে ২৫/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে জন্ম গ্রহন করে। প্রতীয়মান হয় যে উক্ত নাবালক পুত্রের বর্তমান বয়স ৬ বছর ৪ মাস। অর্থাত সে এখনো সাবালকত্ব অর্জন করেননি। মুসলিম আইনানুসারে একজন মাতা নাবালক পুত্র সন্তান ৭ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তার হিজানতের (Custody) অধিকারী হন। অপরদিকে নাবালক পুত্রের বয়স ৭ বছর অতিক্রম করলে পিতা হিজানতের (Custody) অধিকারী হন। এক্ষেত্রে পিতা যদি মাতাকে তালাকও প্রদান করেন তবুও মাতার এ অধিকার কখনো খর্ব হয়না।

এ প্রসঙ্গে ২২ ডি এল আর ৫৮৪ ও ৩০ ডি এল আর ২০৮ এ প্রকাশিত মামলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, " The mother is entitled to the custody (hizanat) of her mail child until he has attained the age of seven years and of her female child until she attained puberty. The right continues though she is divorced by the father of the child"

অত্র মামলায় দেখা যায় নাবালক পুত্রের বয়স এখনো ৭ অতিক্রম করেননি। আবার বাদী ও ১ নং বিবাদীর বৈবাহিক সম্পর্ক তালাক মূলে বিচেচ্ছদ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন ও উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোক এরুপ প্রতীয়মান হয় যে ১ নং বিবাদী মাতা তার নাবালক পুত্র সন্তানের হিজানতের (Custody) অধিকারী হবেন। বাদী ১ নং প্রতিপক্ষ কে তালাক প্রদান করলেও ১ নং প্রতিপক্ষের হিজানতের অধিকার কোনভাবেই নষ্ট হইবে না। সুতরাং বয়স বিবেচনায় ১ নং প্রতিপক্ষ ২ নং নাবালক পুত্র এর হিজানতের অধিকারী বলে আমি মনে করি।

দরখাস্তকারী/বাদীপক্ষ দাবি করেন যে যেহেতু ১ নং বিবাদী অর্থাত নাবালকের মাতা মানসিক বিকারগ্রস্থ রোগী এবং সে Intellectual Disable রোগে ভুগিতেছে সুতরাং তার নাবালক পুত্রের ভবিষ্যত সেখানে কোনভাবেই সুরক্ষিত নয়। যেহেতু ২ নং বিবাদী তার নাবালক পুত্র কে সঠিকভাবে ভরনপোষন দেওয়া এবং লেখাপড়ার খরচ মেটাতে অসমর্থ উক্ত কারনে তিনি তার নাবালক পুত্রে হিজানত পাবার অধিকারী। বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষের এরুপ দাবিকে সম্পূর্ন অস্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন হলো ১ নং বিবাদী আদৌ মানসিক বিকারগ্রস্থ রোগী কিনা ?

বাদীপক্ষের সাক্ষী Pt.W.1 তার মৌখিক সাক্ষ্যতে দাবি করেছেন যে ১ নং বিবাদী একজন মানসিক বিকারগ্রস্থ রোগী হয়। উক্ত দাবির সমর্থনে বাদীপক্ষ Max Hospital and Diagnostic Center এর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. লিটন মল্লিকের প্যাডে রক্ষিত চিকিৎসাপত্র সহ সিটি স্কান রিপোর্টের ফটোকপি দাখিল করেছেন যা প্রদর্শনী ৪, ৪(১) হিসাবে চিহ্নিত হয়। উক্ত প্রেসক্রিপশন পর্যালোচনায় দেখা যায় ডা. লিটন মল্লিক ১ নং বিবাদীর রোগের ধরন Intellectual Disability ধরে নিয়ে কিছু ঔষধ গ্রহনের পরামর্শ দিয়েছেন এবং রোগীর সিটি স্কান করার উপদেশ প্রদান করেন। প্রেসক্রিপশন মতে ইহা ধরে নেওয়া যাবে না যে ১ নং বিবাদী একজন মানসিক বিকারগ্রস্থ রোগী কারন সংশ্লিষ্ট ডাক্তার তাকে মানসিক বিকারগ্রস্থ রোগী হিসাবে চিহ্নিত করে ছুড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেননি। তাছাড়া ১ নং বিবাদীর সিটি স্কান রিপোর্টে মস্তিস্কে কোন ধরনে abnormality ধরা পড়েনি। সুতরাং চিকিৎসাসূত্রে ১ নং বিবাদীকে মানসিক বিকারগ্রস্থ হিসাবে বিবেচিত করার কোন সুযোগ নেই বলে আমি মনে করি।

বাদীপক্ষ পুনরায় দাবি করেন যে ১ নং বিবাদীর মাতার সাথে বাদীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র পর্যালোচনা করলে স্পষ্ঠত ধারনা পাওয়া যাবে যে ১ নং বিবাদী মানসিক বিকারগ্রস্থ রোগী ছিল। আমি উক্ত চুক্তিপত্র প্রদর্শনী-৫ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন পূর্বক পর্যালোচনা করে দেখলাম সেখানে ১ নং বিবাদী মানসিক ও শারিরিকভাবে অসুস্থ্য মর্মে উল্লেখ করা হলেও ১ নং বিবাদী পরিপূর্ণভাবে একজন মানসিক বিকারগ্রস্থ রোগী এমনটি বলা নেই। একজন সুস্থ্য মানুষ যেকোন সময়ে বা যেকোন ঘটনায় মানসিক বা শারিরিকভাবে অসুস্থ্য হতেই পারে, তার মানে এই নয় যে তিনি উক্ত ঘটনায় মানসিক বিকারগ্রস্থ রোগী হয়ে গেছেন। বাদীপক্ষ ১ নং বিবাদীর মানসিক অসুস্থতা বিষয়ে কোন রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করেননি। বাদীপক্ষ ১ নং বিবাদীর মানসিক অসুস্থতার বিষয়টি অবগত আছে এমন কাউকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন পূর্বক বিষয়টি প্রমান করেননি। সাক্ষ্যগ্রহন পর্যায়ে অত্র আদালত কর্তৃক স্বঃপ্রনোদিত হয়ে ১ নং বিবাদীকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হলে সেসব প্রশ্নের উত্তর তিনি খুব সাবলীল ভাবে জবাব দিয়েছিলেন। যার প্রেক্ষিতে ১ নং বিবাদীকে কোনভাবেই মানসিক বিকারগ্রস্থ মনে হয়নি। এসমস্ত বিষয় সার্বিক বিবেচনায় আমি মনে করি বাদীপক্ষ ইহা প্রমান করেত পরিপূর্ন ব্যর্থ হয়েছে যে ১ নং বিবাদী মানসিক বিকারগ্রস্থ রোগী।

প্রতিপক্ষের সাক্ষী ফাতেমা বেগম সালমা (Op.W.1) তার জবানবন্দিতে বলেন যে স্বামীগৃহ হতে ১ বছর বয়সী শিশু সন্তানকে নিয়ে তিনি পিত্রালয়ে চলে আসেন। এ বিষয়টি বাদীপক্ষের দাখিলী চুক্তিপত্র প্রদর্শনী-৫ দ্বারা সমর্থিত। উক্ত চুক্তিপত্র হতে দেখা যায় ২১/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ থেকে ১ নং বিবাদী তার ১০ মাস বয়সী শিশুপুত্র ২ নং বিবাদী কে নিয়ে পিত্রালয়ে অবস্থান করছেন। Op.W.1 দাবি করেন যে উক্ত সময় থেকে অত্র দরখানস্তকারী ২ নং বিবাদী নাবালক পুত্রের কোন খোঁজখবর বা ভরনপোষন প্রদান করেননি। তিনি আরো দাবি করেন যে তিনিই নাবালক সন্তানের যাবতীয় ভরনপোষন ও ব্যায় নির্বাহ করছেন এবং তাকে একটি মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছেন। বাদীপক্ষ তার নাবালক পুত্র

কোন মাদ্রাসায় পড়ে না মর্মে দাবি করলেও আদালতে উপস্থিত নাবালক পুত্র Op.W.2 স্বয়ং আদালত কে বলেন যে তিনি মাদ্রাসায় পড়েন। সুতরাং নাবালক পুত্রের মাদ্রাসায় পড়ালেখা করার বিষয়টি আমার নিকট সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। Op.W.1 এর দাবিমতে ২ নং বিবাদী নাবালক পুত্র তার কাছে ভালো আছে। যেহেতু দরখাস্তকারী ইতোমধ্যে ২য় বিবাহ করেছে সুতরাং দরখাস্কারীর চেয়ে তার নিকট নাবালক সন্তান থাকলে বেশী নিরাপদ ও ভাল অবস্থায় থাকবে। সুতরাং নাবালক পুত্রের সার্বিক কল্যানার্থে তিনিই তার প্রকৃত হিজানতের অধিকারী।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে দরখাস্তকারী ও ১ নং প্রতিপক্ষ উভয়েই নাবালক পুত্র মোহাম্মদ আয়ানের হিজানতের অধিকারী মর্মে দাবি করেছেন। কিন্তু নাবালকের অভিভাবক নিযুক্তির ক্ষেত্রে পক্ষগণের অধিকার নয় বরং নাবালক পুত্র সন্তানের অধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন বলে আমি মনে করি। এক্ষেত্রে Abdul jalil vs. Sharon Laily Begum Jalil , 50 DLR (AD) 55 মোকদ্দমায় গ্রহীত সিদ্বান্ত প্রণিধানযোগ্য। উক্ত মোকদ্দমায় সিদ্বান্ত হয় যে "There lordship agreed that nothing is more paramount , not even the rights of the parties under the rules of personal law or statutory provisions than the welfare of the children which must be determining factor in deciding the question of custody of children in a proceeding for guardian ship under the Guardians and Wards Act 1890. আবার Abu Bakar Siddiki vs. SMA Bakar 38 DLR (AD) 106 মোকদ্দমায় সিদ্বান্ত হয় যে যদি অবস্থা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে মুসলিম আইনানুযায়ী কোন এক পক্ষ নাবালক সন্তানের হিজানত লাভের অধিকারী হলেও তাকে তার অধিকার হতে বঞ্চিত করা প্রয়োজন তবে সেক্ষেত্রে আদালতকে তাই করতে হবে। অর্থাত নাবালকের প্রকৃত কল্যান ও মঙ্গল বিবেচনার্থে যদি কোন আইনানুগ অভিভাবককে তার হিজানতের অধিকার হতে বঞ্চিত করতে হয় তবে সেক্ষেত্রে তাই করতে হবে।

Pt.W.1 ও Op.W.1 উভয়ের জবানবন্দি ও জেরা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে দরখাস্তকারী সহিত ১ নং প্রতিপক্ষের তালাক হওয়ার পূর্বে ২০১৮ সন থেকে ১ নং প্রতিপক্ষ নাবালক সন্তানকে নিয়ে তার পিত্রালয়ে অবস্থান করছেন। চুক্তিপত্র হতে প্রতীয়মান হয় যে, ২ নং প্রতিপক্ষ তার ১০ মাস বয়স থেকে পিতা হতে পৃথক হয়ে মাতার সান্নিধ্যে থেকে প্রতিপালিত হয়েছে এবং ১ নং প্রতিপক্ষ তার একক কর্তৃত্বে দরখাস্তকারীর সাহচর্য ছাড়াই নাবালক পুত্রকে লালন পালন করে আসছেন। ২ নং বিবাদীর বর্তমান বয়স ৬ বছর ৪ মাস। যেহেতু দরখাস্তকারী ও ১ নং প্রতিপক্ষের মধ্যেকার বৈবাহিক সম্পর্ক বর্তমানে আর বলবৎ নেই এবং দরখাস্তকারী ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন সুতরাং নাবালক সন্তানকে মাতৃকোড় হতে পৃথক করে পিতার জিম্মায় দিলে সে একজন আগুন্তকের (দরখাস্তকারীর ২য় স্ত্রী) নিকট শ্বাসরুদ্বকর পরিস্থিতিতে পড়বে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং এতে তার মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হবে বলে আমি মনে করি। যেখানে পিতা ও মাতার মধ্যে কোন বৈবাহিক

সম্পর্ক আর বিদ্যমান থাকে না সেখানে তাদের যদি কোন সন্তান থাকে সেই প্রকৃতপক্ষে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এইক্ষেত্রে তার সার্বিক কল্যানের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

দরখাস্তকারীপক্ষ দাবি করেন যে ১ নং প্রতিপক্ষ সবসময় শারিরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ্য থাকায় নাবালক পুত্রকে ভালভাবে দেখাশুনা করাটা অসুবিধা হচ্ছে এবং তাকে সবসময় গৃহবন্দী অবস্থায় থাকতে হয় বিধায় তার মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং সে মানসম্মত লেখাপড়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। নাবালক পুত্র পিতার আদর স্নেহ হতে বঞ্চিত থেকে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। তিনি আরো দাবি করেন যে তার নাবালক পুত্রকে নিজ হেফাজতে রেখে তার ভবিষ্যাত সমৃদ্ধি করার যথেষ্ট মানসিক ও আর্থিক সক্ষমতা তার রয়েছে। অপরদিকে ১ নং প্রতিপক্ষের এ ধরনের কোন সক্ষমতা নেই। ১ নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর এসকল দাবিকে সম্পূর্ন অস্বীকার করেছেন। একটি বিষয় পরিস্কার যে নাবালক শিশুপুত্র তার ১০ মাস বয়স হতেই পিতার সান্নিধ্য ছাড়াই ১ নং প্রতিপক্ষের কাছে লালিত পালিত হয়েছেন। ১ নং প্রতিপক্ষ তার শিশুসন্তান সহ পিত্রালয়ে অবস্থানকালে দরখাস্তকারী নিয়মিতভাবে তার শিশু সন্তানকে ভরনপোষন প্রদান করেছেন মর্মে দরখাস্তকারীপক্ষ হতে কোন দালিলীক প্রমান বা নিরপেক্ষ সাক্ষী উপস্থাপিত হয়নি। ইহাতে এরুপ ধারনা আসে যে দরখাস্তকারী তার নাবালকপুত্রের লালন পালন ও ভরনপোষনের প্রতি যথেষ্ট উদাসীন ছিলেন। এদিকে নাবালক পুত্র Op.W.2 তার সাক্ষ্যতে তিনি তার মায়ের কাছে থাকবেন মর্মে ইচ্ছা পোষন করেন। তিনি তার বাবাকে ভালবাসেন না মর্মে আদালত কে অবহিত করেন।

উভয়পক্ষের সাক্ষ্য প্রমান বিশ্লেষন পূর্বক দেখা যায় যে দরখাস্তকারী নাবালক পুত্র সন্তানের নাম মাত্র পিতা হলেও নাবালক সন্তান তার ১০ মাস বয়স থেকেই মাতার সান্নিধ্যে থেকে প্রতিপালিত হয়েছে। দরখাস্তকারী ও ১ নং প্রতিপক্ষের তালাক হবার পর তিনি নাবালক সন্তানের কোন খোঁজখবর রাখেননি এমনকি কোন ভরনপোষনও প্রদান করেননি। দরখাস্তকারী তার নাবালক পুত্র মানসম্মত লেখাপড়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে এবং গৃহবন্দী জীবনাচারে তাহার শারিরীক ও মানসিক উন্নয়নের বিকাশ বাধাগ্রস্থ্য হচ্ছে মর্মে দাবি করেছেন। কিন্তু সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে নাবালক পুত্র মোহাম্মদ আয়ান বর্তমানে ওমরামিয়া শরীয়াতুল দাখিল মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছে। যেহেতু ১ নং প্রতিপক্ষ নাবালক পুত্রের মাতা ; ১০ মাস বয়স থেকেই নিজ পিত্রালয়ে অবস্থান পূর্বক নাবালক পুত্র কে ভরনপোষন দিয়ে লালন পালন করে আসছেন; ২য় বিবাহে আবদ্ধ হননি এবং উক্ত নাবালক সন্তানকে তিনি বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসাবে ধরে নিয়েছেন; সর্বপরি নাবালক নিজেই তার মায়ের কাছে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন সুতরাং ১ নং প্রতিপক্ষের কাছে থাকলে নাবালক পুত্রের অমঙ্গল হবে বা লেখাপড়া হবে না তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। একজন শিক্ষানুরাগী মাতা মানুষ গড়ার শ্রেষ্ঠ কারিগর আর সেই কারিগরের নিকট নাবালক সন্তানকে সমর্পন করতে পারলেই নাবালক সন্তানের সর্বাঙ্গীন কল্যান হবে বলে আমি মনে করি। যেখানে দরখাস্তকারী ২য় বিবাহ করে আলাদা সংসার করছেন সেখানে নাবালক পুত্রের হিজানতের ভার তার উপর দিলে নাবালক পুত্রের ভবিষ্যত জীবন ধ্বংস হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে এবং এতে তার অমঙ্গল ছাড়া কোন কল্যাণ হবে না বলে আমি বিবেচনা করি।

সার্বিক বিবেচনায় যেহেতু ১ নং প্রতিপক্ষ নাবালক পুত্র সন্তানকে জন্মের পর হতে মাতৃস্নেহে তিল তিল করে লালন পালন করে আসছেন এবং দরখাস্তকারীর সহিত তার তালাক হবার পর নাবালক পুত্রের যাবতীয় খরচ ১ নং প্রতিপক্ষ নিজেই বহন করছেন সুতরাং তিনিই নাবালক পুত্র সন্তানের সত্যিকারের হিজানতের অধিকারী। তাছাড়া নাবালক পুত্র এখনো ৭ বছর অতিক্রম না করায় দরখাস্তকারী আইনত এখনো হিজানতের অধিকারী নন এবং বর্তমানে তিনি ২য় বিবাহ করে আলাদা বসবাস করায় সেখানে নাবালক সন্তানের অকল্যান হবার সম্ভাবনা থাকায় তাকে তার নাবালক সন্তানের হিজানত লাভ হতে বঞ্চিত করা হলো। এমতবস্থায় দরখাস্তকারী তাহার নাবালক পুত্র মোহাম্মদ আয়ান এর হিজানতের অধিকারী নন মর্মে সিদ্বান্ত গ্রহীত হলো।

ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, নাবালক সন্তান ১ নং প্রতিপক্ষের তত্বাবধায়নে লালিত পালিত হলেও দরখাস্তকারী পিতৃত্বের অধিকার হতে বঞ্চিত হবেন না। তিনি চাইলে যেকোন সময় পিতৃত্বের অধিকার নিয়ে তার শিশু পুত্রের সহিত সাক্ষাত করতে পারবেন এবং তার লেখাপড়া সহ সার্বিক কল্যানার্থে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারবেন।

উপরিউক্ত পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীযমান হয় যে দরখাস্তকারী তার প্রার্থীত প্রতিকার পাবার হকদার নন। সুতরাং সকল বিচার্য বিষয় দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক

অতএব,

আদেশ হয় যে,

নাবালক পুত্র মোহাম্মদ আয়ান এর শরীরের অভিভাবক নিযুক্তির প্রার্থনায় আনীত অত্র দরখাস্ত দোতরফা শুনানীঅন্তে প্রতিপক্ষের বিরুদ্বে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

আমার স্বহস্তে টাইফকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ ২য় ও পারিবারিক আদালত
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ ২য় ও পারিবারিক আদালত
পটিয়া , চট্টগ্রাম।